চন্দ্রা প্রোডাকসন্স নিবেদিত

তরুণ মজুমদারের

মেঘমুক্তি

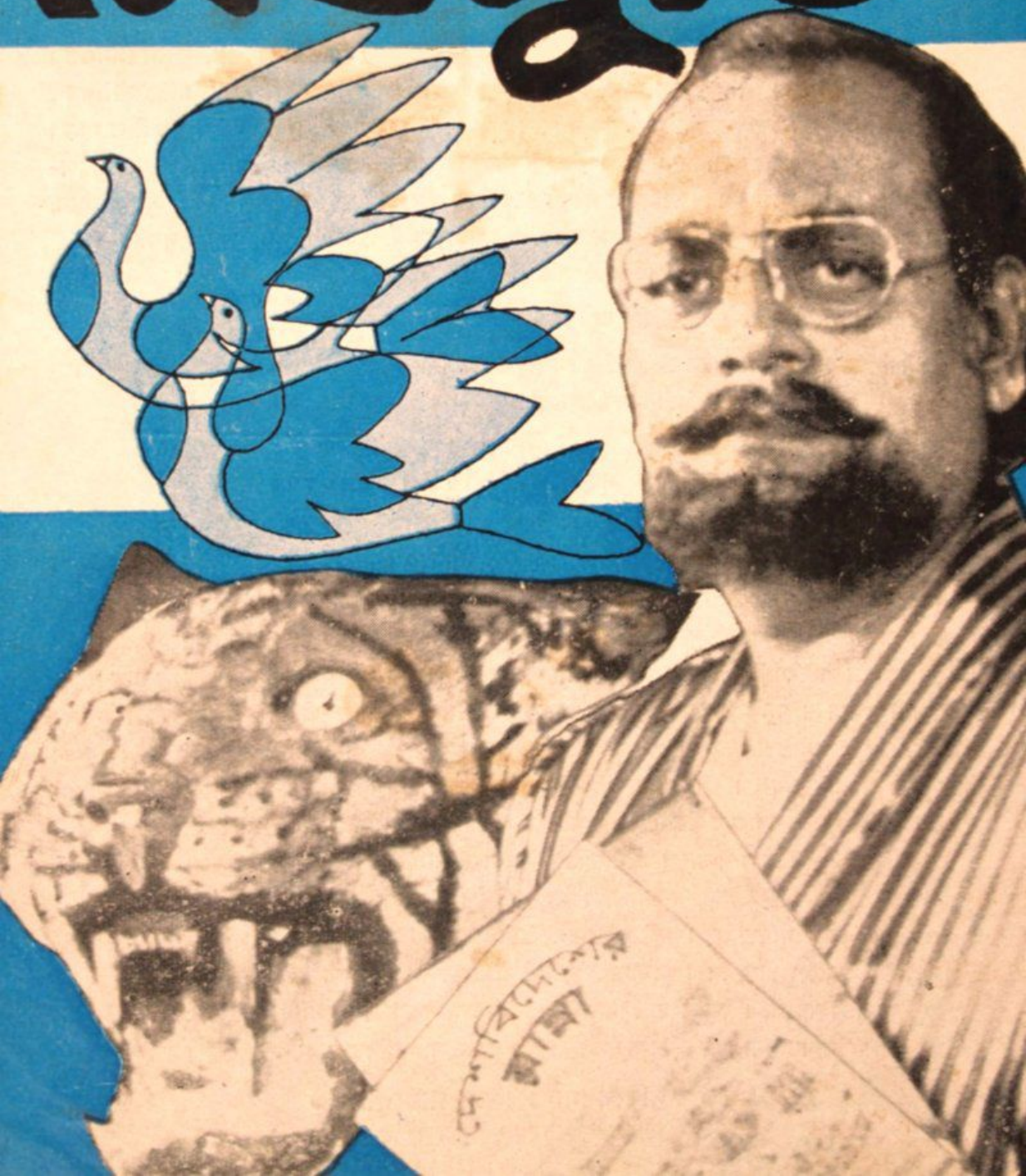

স্বপনকুমার গুহ প্রযোজিত

চন্দ্রা প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন

মেঘমুক্তি

ইস্টম্যানকালার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ তরুণ মজুমদার

কাহিনী . শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । সুর . হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

গীত . কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে), মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আলোকচিত্র . শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রধান সম্পাদক . রমেশ যোশী । সম্পাদনা . শক্তি রায় ।

শিল্প নির্দেশ . সুরেশচন্দ্র চন্দ্র । শব্দ . মৃণাল গুহঠাকুরতা । শব্দ-পুনর্যোজন . মঙ্গেশ দেশাই ।

চিত্রনাট্য সহায়তা . অরুণ মুখোপাধ্যায় । নেপথ্য কণ্ঠসংগীত . হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শক্তি ঠাকুর । কর্মসচিব . নিখিল সেনগুপ্ত, কমল সেনগুপ্ত ।

সংগঠন . ভূপেন দত্ত । প্রচার . ধীরেন মল্লিক । স্থিরচিত্র . দীপক বিশ্বাস । পরিচয় লিখন . গৌতম ভৌমিক । রূপসজ্জা . মনতোষ রায়, শম্ভু দাস । সাজসজ্জা . পুলিন কয়াল, অজিত দাস ।

সঙ্গীতানুলেখন . সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । আবহ সঙ্গীতানুলেখন . জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় । বাদ্যবৃন্দ-সংগঠন . সমীর শীল । বহির্দৃশ্য সংগঠন . অর্ণব মজুমদার, হিমাংশুশেখর দাস, সুনীল ঘোষ, কল্যাণ মজুমদার । আলোক সম্পাত . প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, হংসরাজ, কালটু ভট্টাচার্য, বাউরিবন্ধু জানা ।

প্রধান সহকারী পরিচালক . শ্রীনিবাস চক্রবর্তী । বিশেষ সহকারী পরিচালক . সুজিত গুহ ।

আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে নির্মিত এবং র‍্যামনড রিসার্চ ল্যাবরেটারী (বম্বে) ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (কলকাতা)-এ পরিস্ফুটিত ।

। রূপদানে ।

উৎপল দত্ত । সন্ধ্যা রায় । বিশ্বজিৎ । সন্ধ্যারাণী

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । দেবশ্রী রায় । অনুপকুমার দাস । রবি ঘোষ

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পি. এল. টি) । মীনাক্ষী গোস্বামী । বিমল দেব । মনু মুখোপাধ্যায় । মন্টু দে (অতিথি শিল্পী) । অমিয় দত্ত (অতিথি শিল্পী) । নিপু মিত্র । অতনু রায় । শ্যামলেন্দু পাল । রথীন বসু । সরল বন্দ্যো । উৎপল সরকার । অমিতাভ মুখো । লক্ষ্মী অধিকারী । মিলন মুখো । সোনালী মুখোপাধ্যায় । শমিষ্ঠা সেন । মিঠু চক্রবর্তী । দেবযানী বিশ্বাস । সুস্মিতা ঘোষ । অমৃতা মুখোপাধ্যায় । রায়া ভট্টাচার্য । শমিষ্ঠা দত্ত । সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় । মধুপ্রিয়া ঘোষ । শমিলা দত্ত । সোমা মুখোপাধ্যায় । নিবেদিতা সিংহ । কৃষ্ণা সান্যাল । সংঘমিত্রা বসু । জীবন গুহ । ফকিরদাস কুমার । বলাই দাস । ভূপেন চৌধুরী । বীরেন দাশগুপ্ত । শশাঙ্ক ভট্টাচার্য । হারাধন । সত্য । সোমনাথ । বিভূতি । রতন ।

শ্রীমান শান্তনু । শ্রীমান শুভ্রাজিৎ । শ্রীমান হো । সুবল দত্ত ।

। সহকারীবৃন্দ ।

আলোকচিত্রে . দেবেন্দ্র দে । পরিচালনায় . প্রিয়তোষ লাহা । শিল্পনির্দেশে . সমরেশচন্দ্র চন্দ্র । সুরসৃষ্টি . সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, পরিমল সেন । সম্পাদনা . জয়ন্ত লাহা । শব্দগ্রহণ . বাবাজী শ্যামল । রূপসজ্জা . নিমাই দে, বিমল সমাদ্দার । সংগঠন . বিজন সাহা ।

ব্যবস্থাপনা . জগদীশ মজুমদার, জয়দেব দাস, যাদব বেহরা, মণি ভদ্র ।

● পরিবেশনা ঃ সিনে পারলার ●

কাহিনী

কাপাসডাঙার বিখ্যাত রায়বংশের নাম কে না জানে ? একদিকে যেমন বিশাল ধনসম্পত্তি আর আভিজাত্য, অন্যদিকে তেমনি উগ্রচণ্ডা বাঘা মেজাজ !

এ হেন রায়বংশের বর্তমান প্রধান পুরুষ—শ্রীহাষিকেশ রায় । যেমন জাঁদরেল চেহারা, তেমনি দোর্দণ্ড প্রতাপ । পান থেকে চুণ খসলো, কি সর্বনাশ ! বাড়িময় থরহরি কম্প । মত্ত ভৈরবের মতো সারা বাড়ি দাপিয়ে দামী দামী কাঁচের বাসন, কাপ-ডিস, আয়না আর আলমারি ঝনাৎ-ঝন্ চুরমার করতে থাকেন হাষিকেশ রায় । স্ত্রী সুধাময়ী আর খাস-চাকর গয়ারাম দু হাতেও সামলাতে পারেন না । দেখেশুনে গৃহ চিকিৎসক ডাঃ ভূতনাথ কর বলেন, "এতটা রাগ ভালো নয় । কোনদিন স্ট্রোক্ হয়ে যাবে ।" দাব্‌রে দিয়ে হাষিকেশ বলেন, "চোপ্ !"

ছোট ছেলে শিশির দিব্যি চালাক । বাবার মেজাজ 'চর্চিতং' দেখলেই সে আর ধারে কাছে নেই । ওদিকে, বড় ছেলে হেমন্ত পার পেয়ে যায় দূরে থাকার সুবাদে । কলকাতায় সে নামকরা গাইয়ে । রেকর্ড-রেডিও-জলসায় তাকে নিয়ে রীতিমতো টানাটানি ।

হেমন্তর বন্ধু বিশু । একবার বিশুদের দেশের বাড়িতে বেড়াতে গেল হেমন্ত—ক'টা দিন ছুটির মেজাজে কাটাবে বলে । সেখানে, বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে, হঠাৎ সে বিয়ে করে বসে প্রতিমা নামে একটি মেয়েকে । অনাথ, নিঃসম্বল প্রতিমা হেমন্তকে স্বামী হিসেবে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পায় ।

এদিকে, কাপাসডাঙায় বসে হাষিকেশ তখন হেমন্তর জন্য পাত্রী নির্বাচনে ব্যস্ত । মনের মতো পুত্রবধূ চাই । হঠাৎ, কাগজে দেখেন ছেলের এই কীর্তি । বারুদের স্তূপে আগুন ধরে । বোমার মতো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়েন হাষিকেশ ।

প্রতিমা কিন্তু এ-সমস্ত কিছুই জানে না । কলকাতায় ফিরেই স্বামীকে তাড়া দেয়—'গিগগিরি আমাকে মা-বাবার কাছে নিয়ে চলো ।' ছেলেবেলা থেকে মা-বাপ হারা প্রতিমা নতুন মা-বাবা পাবার আনন্দে বিভোর ।

কিন্তু হেমন্ত সামনে এসে দাঁড়াতেই ফেটে পড়েন হাষিকেশ । সোজা জানিয়ে দেন, "এখন থেকে মনে করব আমার বড় ছেলে মরে গেছে । ...DEAD ! ...আর, যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছ, সামনে পেলে আমি তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম ।"

প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ফিরে আসে হেমন্ত । প্রতিমাকে নিয়ে, কলকাতার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে উঠে আসে ভাড়া করা একটা ফ্ল্যাটে । বন্ধুদের বলে দেয়, কাপাসডাঙা থেকে খোঁজ করতে এলে খবরদার যেন তার ঠিকানা না দেওয়া হয় ।

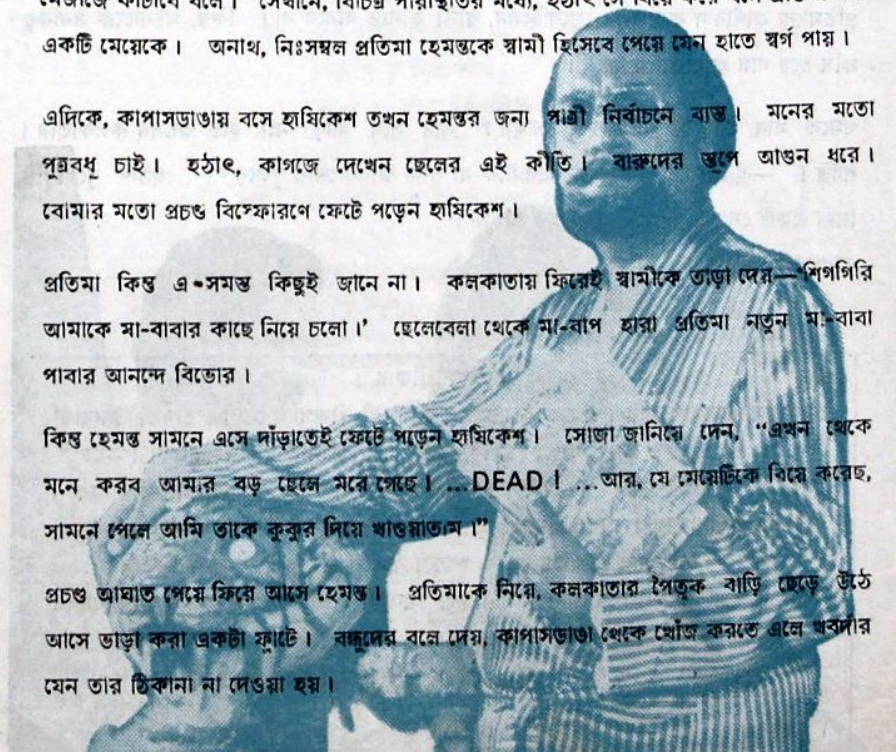

ওদিকে, দেশের বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলেন সুধাময়ী। তার অনাথা পুত্রবধূ যাকে তিনি চোখে দেখেন নি—তার জন্য মন কাঁদে। থাকতে না পেরে, শিশিরকে গোপনে পাঠান কলকাতায়। যে করে হোক ছেলে আর বৌমার হদিশ বার করা চাই-ই চাই।

কলকাতায় পৌঁছে, অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অবশেষে হদিশটা ঠিকই বার করে ফেলে শিশির। কিন্তু, করতে গিয়ে গীতু নামে এক ডাকাবুকো জঙ্গী মেয়ের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় আর কি! গীতু হল প্রতিমাদের উল্টোদিকের ফ্লাটের মেয়ে। প্রতিমার সঙ্গে ভাবও খুব। নেহাৎ সেদিন সময়মতো প্রতিমা এসে পড়ায় শিশির রক্ষা পায়, নইলে গীতুর হাতে তার আরো হেনস্থা কপালে লেখা ছিল।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! সেদিনের সেই ঝগড়া থেকেই সুরু হয় শিশির আর গীতুর মধ্যে নতুন এক কুঁড়ি ফোটার ইতিহাস। সাক্ষী, শুধু প্রতিমা। প্রতিমা ওদের দুজনেরই বড় আপন। প্রতিমাও বড় ভালবাসে দুটিকে।

এখন ব্যাপারটা দাঁড়াল এই। যে শিশির 'দাদা ভালবেসে বিয়ে করেছে বলে বাবা মহা খাপ্পা'—এ সমস্যার সুরাহা করবার জন্য কলকাতায় পা রেখেছিল, সে নিজেই আর এক ভালবাসার জালে জড়িয়ে প'ড়ে সমস্যাটাকে দ্বিগুণ করে তুলল। এখন উপায়?

বছর ঘুরে যায়। প্রতিমা এখন সন্তানসম্ভবা। গোপনে সে খবর সুধাময়ীর কাছে পৌঁছোয়। ব্যাকুল সুধাময়ী 'সাধ'-এর দিন স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে শিশিরকে নিয়ে কলকাতায় ছুটে আসেন—প্রতিমাকে আশীর্বাদ করতে। ভেবেছিলেন, স্বামী জানতে পারবে না। কিন্তু, ঘটনাচক্রে সবকিছু ফাঁস হয়ে যায় হাষিকেশের কাছে।

থমকে যান হাষিকেশ। এতবড় সাহস? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে ছুটে আসেন কলকাতায়। শাস্তি! —হ্যাঁ এমন শাস্তি দেবেন সবাইকে যা তারা জীবন ভোর ভুলবে না।...হঠাৎ মুখোমুখি দেখা একটি মেয়ের সঙ্গে।...নাম তার প্রতিমা।

তারপর?

। কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

শ্রীশম্ভুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীতপনকুমার গুহ। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী। শ্রীমতী উমারাণী গুহ। শ্রীসত্যজিৎ রায়। আর. ডি. বি. এণ্ড কোং। শ্রীমন্টু বসু। ক্যালকাটা কফি হাউস। বসুশ্রী সিনেমা। শ্রীমতী উমারাণী চৌধুরাণী। শ্রীমন্টু দে। শ্রীসুনীল বসুমল্লিক। শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায়। লা মার্টিনিয়ার স্কুল। হিন্দ সিনেমা। শ্রীমতী যূথিকা চৌধুরী। শ্রীঅরুণ চৌধুরী। শ্রীশমিত ভঞ্জ। সাউথ রয়েজ এথেলেটিক ক্লাব। শ্রীতাপস ঘোষ। শ্রীরাধেশ্যাম আগরওয়াল। শ্রীনীলাদ্রি চক্রবর্তী। শ্রীসত্যরঞ্জন দাস। শ্রীশ্যামাদাস রায়। শ্রীদীপু সরকার। শ্রীনিরঞ্জন দাস। শ্রীবাগীশ্বর ঝা। কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ। রূপসা ও মৌখিরার অধিবাসীবৃন্দ। রেলওয়ে স্টাফ (রূপসা)। সুরুল রাজবাড়ি কর্তৃপক্ষ।

এক। রচনা ঃ মুকুল দত্ত

সমবেত ঃ আমাদের ছুটি আজ
ফেলে দিয়ে সব কাজ
খুশি আর খেয়ালের
পিছে ছুটে চলেছি।

১ম বন্ধু ঃ 'ধুত্তোর' বলে আমি কলকাতা ছেড়েছি।

২য় বন্ধু ঃ ও বকধার্মিক! ধিক্ তোরে শত ধিক্।

বিশু ঃ তুই না গোড়ার দিকে দিয়ে কতো ব্যাগড়া,
বানচাল করে দিতে করেছিলি ঝগড়া—

৩য় বন্ধু ঃ আমরাই গুঁতো মেরে তোকে টেনে এনেছি॥

গজা ঃ ফাটাফাটি মিছে গুরু,
লাভ নেই এতে কারো।
কচি পাঁঠা পাকা পোনা
মনে করে আনাগোনা।
বালাম চালের সাথে
রোজ যেন পড়ে পাতে
ভাজাভুজি, ঘন দুধ, মিষ্টি।

৩য় বন্ধু ঃ গুল্টি।

বিশু ঃ তুই ব্যাটা খ্যাঁটবাজ—
গেলা ছাড়া নেই কাজ।
শুধুই খাবার লোভে বন্ধুর বাড়ি যাবে—
অমন গরুর মতো গেলার নিকুচি আমি করেছি॥

হেমন্ত ঃ মনখানি ধুয়ে ফেলে সরসীর জলে
মেলে দেব বনছায়ে
মেখে নিতে পায়ে পায়ে
বধূ মোর নিতে আসে জল।

বিশু ঃ বল হরি। হরিবোল।

২য় বন্ধু ঃ বিজনে বঁধুর বাবা
আসিবে তুলিয়া থাবা

বিশু ঃ অথবা মস্তা দাদা
কোন এক মধুরাতে
বত্রিশ পাটি দাঁত
খুলে দিয়ে যাবে হাতে।
বেঘোরে পরাণখানা যাবে আমি পষ্ট তা বুঝেছি॥

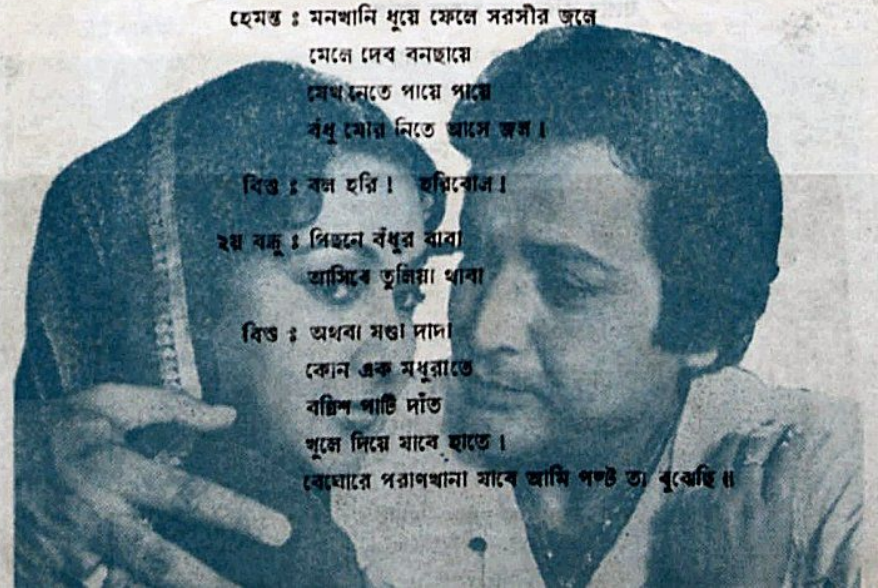

দুই । রচনা ঃ মুকুল দত্ত

কে যেন আকাশ থেকে রঙ মুছে নিল ।
কাকলি-মুখর বন কী করে নীরব হয়ে গেল ?
সবুজ বনের মনে জড়ালো আঁধার—
আজ বুঝি ছিঁড়ে যাবে জীবনের তার,
সুখের পশরা নিয়ে যেতে যেতে কেন কারো মন ভেঙ্গে গেল ?
যার আবছায়া ছবি
অনেক ভিড়ের মাঝে আঁকা ছিল এতদিন,
লুবনো নদীর মতো বয়ে এল
আমার মনের মোহনায় ।
গোধূলির মতো কারো চোখ চেয়ে থাকে
অচেনা গভীর কালো রাত্রির দিকে ।
মনের জানালা তার বন্ধ হয়েছে, ঘরে আজ দীপ নিভে গেল

তিন । রচনা ঃ মুকুল দত্ত

তোমার মনের তুলসীতলায়
আমার মনের প্রদীপ আমি রেখে দিয়েছি ।
কপালের লেখার ওপর
ভালোবাসার রসকলি এঁকে দিয়েছি ।
স্বপ্নের কলি আজ হয়েছে কমল,
অনুরাগ-সরোবরে করে টলোমল ।
বিনিময়ে প্রাণ দিয়ে
সে কমল আমি চেয়ে নেব ভেবেছি ।
বুকে যত আছে সাধ
বঁধুয়ার বাঁশি হয়ে ডাকে যমুনায়—
উতল নয়ন তাই
ছলকি ছলকি বাঁধ ভেঙে দিতে চায় ।
তোমার অধরে লেখা শত শ্যামনাম,
তোমার ও মন দেবে জীবনের দাম
লজ্জার জালে ঐ
বন্দী মনের কথা বুঝে নিয়েছি ।

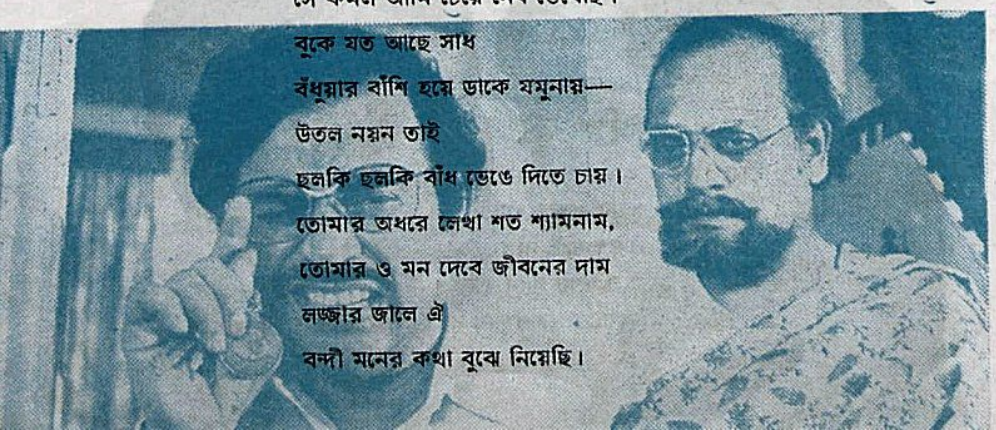

চার । রচনা ঃ মুকুল দত্ত

আমায় কেন চিনতে আজও পারলে না কো তুমি ?
আপন জনের দেওয়া ব্যথা সইতে জানি আমি ।
স্বপ্ন দিয়ে স্বর্গ আমি সাজিয়ে নেব ঘরে,
যা দিয়েছ আমায় তুমি নেবো আপন করে,—
তোমার কাছে থাকবে সবাই সবাই,
শুধু থাকবো না তো আমি ॥
ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে গেল আমার মনের লতা,
কারো পরশ পেয়ে দেখা দিল আবার নতুন পাতা ।
দুখের মাঝে খুঁজে পেলাম তোমার আশীর্বাদ
তোমার সুখের মাঝে জড়িয়ে আছে আমার যত সাধ
নিজের কথা ভালোবেসে ভুলে যাব আমি ॥

পাঁচ । রচনা ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায় ।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কী জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায়-হায় ॥

ছয় । রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

বলো, খোকা না কি খুকু
কে আসছে ও কোল জুড়ি ?
কল্পলতার শাখায়
ফুটছে সে কোন্ কুঁড়ি ?
তোমার বুকের মায়া
তোমার চোখের তারা
আমার মুখের হাসি
আমার রক্তধারা—
কার কতোটুকু বলো
করবে সে আজ চুরি ?
কল্পলতার শাখায়
ফুটছে সে কোন্ কুঁড়ি ?

নীল আকাশের বুকে
ঘুমিয়েছিল সোনা
চাঁদের আলো থেকে
আসছে চাঁদের কণা
ঘুম-ভাঙানি সুরে
কে বাজালো বাঁশুরি ?
কল্পলতার শাখায়
ফুটছে সে কোন্ কুঁড়ি ?
আমার প্রাণের ছোঁয়া
আমার সাধের ভাষা
তোমার স্বপন-সুধা
তোমার ভালোবাসা—
কার কতোটুকু নিয়ে
সে হবে দু'জনারই ?
কল্পলতার শাখায়
ফুটছে সে কোন্ কুঁড়ি ?

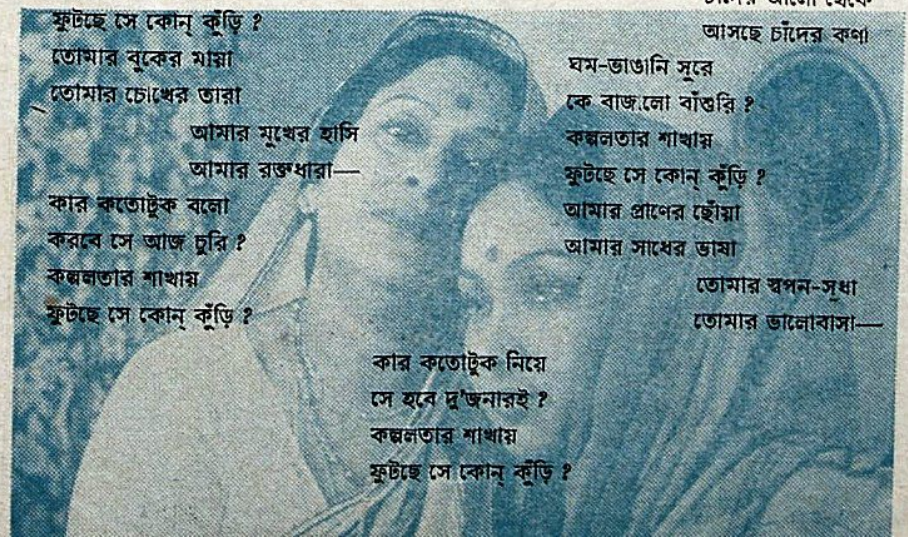

MEGH MUKTI

(S Y N O P S I S)

In a place called Kapasdanga, Hrishikesh Roy is known both for his wealth and ill-temper. Sudha and Gaya, Hrishi's wife and valet respectively, are always on the tenterhooks, —lest the master of the house loses his temper at the slightest pretext, thus jeopardizing his health. Hrishikesh, as we all know, is a patient of high blood pressure.

Hrishi's younger son, Sisir, studies in a local college while Hemanta, the elder son, happens to be an established singer in Calcutta. Once, during a visit to the ancestral village home of one of his friends, Hemanta discovers the tragic plight of an orphan girl, Pratima, and decides to marry her. That is exactly the time when Hrishikesh, in Kapasdanga, has just finalised the marriage negotiation for his elder son. As the news of the marriage arrives, Hrishi explodes and decides to sever all connections with Hemanta and his bride.

Hemanta feels hurt. With he help of his friends, he shifts from his ancestral house in Calcutta to a rented flat. He warns his friends not to divulge his whereabouts, should anyone from Kapasdanga inquire.

Hrishikesh looks stubborn and merciless. But, Sudha weeps silently in a secret longing to meet her daughter-in-law. Finally, she sends Sisir to Calcutta—without her husband's knowledge, of course—to establish a link with Pratima.

In Calcutta, Sisir finds himself at bay. Long hours of toil and preservance follow. Eventually, Sisir gets to Hemanta's flat—but, not before being challenged by a spirited young girl, Geetu, who lives in the next apartment. Pratima's timely arrival, however, saves the situation. Pratima acts as a bridge between the two and, as time roll by, Sisir and Geetu, during their frequent visit to pratima's apartment, discover that they are deeply in love with each other.

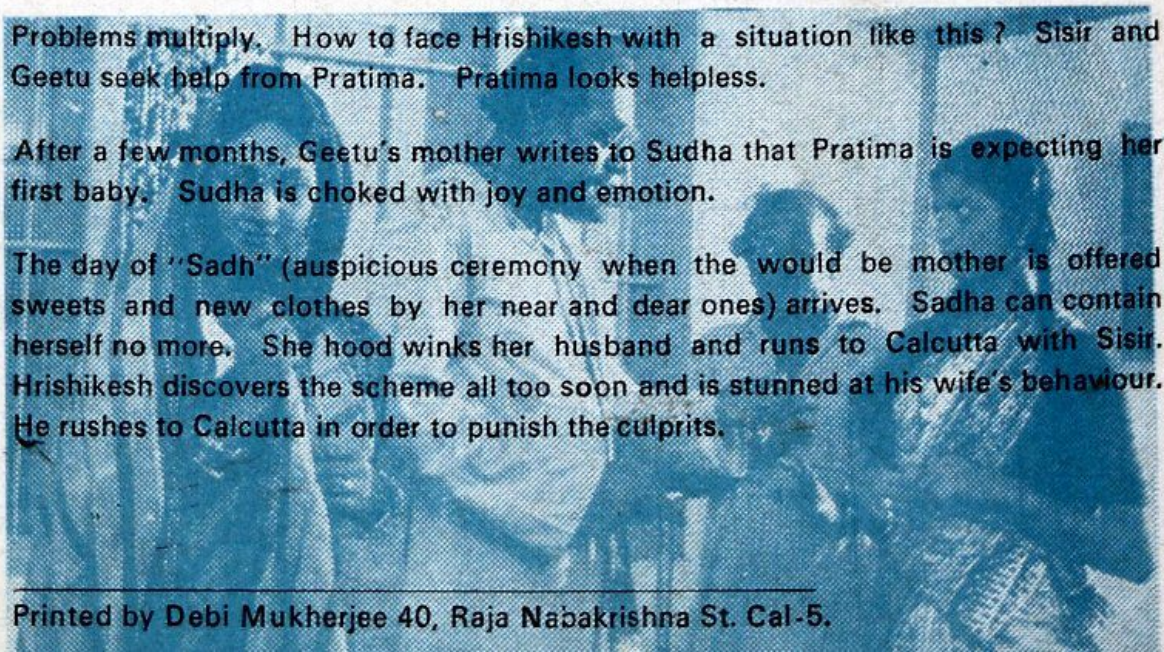

Problems multiply. How to face Hrishikesh with a situation like this ? Sisir and Geetu seek help from Pratima. Pratima looks helpless.

After a few months, Geetu's mother writes to Sudha that Pratima is expecting her first baby. Sudha is choked with joy and emotion.

The day of "Sadh" (auspicious ceremony when the would be mother is offered sweets and new clothes by her near and dear ones) arrives. Sadha can contain herself no more. She hood winks her husband and runs to Calcutta with Sisir. Hrishikesh discovers the scheme all too soon and is stunned at his wife's behaviour. He rushes to Calcutta in order to punish the culprits.

Printed by Debi Mukherjee 40, Raja Nabakrishna St. Cal-5.